দৌলতপুরে কালাজ্বর নির্মূলে অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে কালাজ্বর নির্মূল কার্যক্রম জোরদার করণের জন্য উপজেলা পর্যায়ে অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় দৌলতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স মিলনয়তনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দৌলতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. তৌহিদুল হাসান তুহিনের সভাপতিত্বে কালাজ্বর নির্মূল কার্যক্রম জোরদার করণ অবহিতকরণ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন, দৌলতপুর উপজেলা চেয়ারম্যান এ্যাড. এজাজ আহমেদ মামুন।

জাতীয় কালাজ্বল নির্মূল কর্মসূচী (সিডিসি) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এ অবহিকতরণ সভার আয়োজন করে। কালাজ্বর নির্মূল কার্যক্রম জোরদার করণে কালাজ্বর সংক্রান্ত সার্বিক বিষয়ে পাওয়ার পয়েন্টে তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করেন, জাতীয় কালাজ্বল নির্মূল কর্মসূচীর আঞ্চলিক সমন্বয়ক ডা. মো. মিজানুর রহমান, সার্ভিলেন্স মেডিকেল অফিসার ডা. শরীফ মো. কাফি ও কীটতত্ববিদ মো. আলতাফ হোসেন।

অবহিতকরণ সভায় দৌলতপুর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান সাক্কীর আহমেদ, ফিলিপনগর ইউপি চেয়ারম্যান নঈমুদ্দিন সেন্টু ও দৌলতপুর থানার উপ-পরিদর্শক সুফল, উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, চিকিৎসকগণ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, গণমাধ্যম কর্মী, শিক্ষক ও সুধীজনরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদযাপন

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে কুষ্টিয়ায় র্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ‘সুরক্ষিত বিশ্ব, নিশ্চিত স্বাস্থ্য’

প্রতিপাদ্যে বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টায় কুষ্টিয়া পৌরসভা চত্বর থেকে একটি র্যালী শহরের বিভিন্ন স্থান প্রদক্ষিণ করে সিভিল সার্জন অফিসে গিয়ে শেষ হয়।

পরে সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক সাইদুল ইসলাম।

এসময় তিনি বলেন, স্বাস্থ্যকে সুরক্ষিত রাখতে আগে পরিবেশকে সুস্থ্য রাখতে হবে। পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখতে পারলে স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে প্রাচুর্য করে কোনো লাভ নেই। তিনি আরো বলেন, জেলাকে সুরক্ষিত রাখতে পারলে স্বাস্থ্য সুরক্ষা হবে, দেশ সুরক্ষা হবে। দেশ সুরক্ষা হলে বিশ্ব সুরক্ষা হবে।

সিভিল সার্জন ডাঃ এইচএ আনোয়ারুর ইসলামের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার মো: খাইরুল আলম।

এসময় আরো বক্তব্য রাখেন বিএমএ কুষ্টিয়ার সভাপতি ডাঃ এসএম মোস্তানজিদ, সাবেক মুক্তিযোদ্ধা ডেপুটি কমান্ডার রফিকুল আলম টুকু, কুষ্টিয়া সদর উপজেলা স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা ডাঃ সোনিয়াকাওকাবী প্রমুখ।

গাংনীর বিভিন্ন স্থানে পৃথক সংঘর্ষে নারীসহ ৪ জন আহত

পারিবারিক কলহ ও জমি জমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পৃথক সংঘর্ষে নারীসহ ৪ জন আহত হয়েছেন।

আহতরা হলেন, গাংনী উপজেলার নওদাপাড়া গ্রামের আলতাব হোসেনের স্ত্রী আম্বিয়া খাতুন (৪৫) ছাতিয়ান গ্রামের হামিদুল ইসলামের স্ত্রী রশিদা খাতুন (৩০), বামন্দী গ্রামের জিনারুল ইসলামের ছেলে শাওন হোসেন (৩৮) ও হুসাইন মহাম্মদ চঞ্চল(২৬)।

গত বুধবার দিনের বিভিন্ন সময়ে এসব সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। আহতরা সবাই

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিয়েছেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের উপসহকারী মেডিকেল অফিসার (স্যাকমো) সোহাগ হোসেন জানান, দিনের বিভিন্ন সময়ে আহত এসব রোগীরা চিকিৎসা নিতে এসেছেন।

রোগীদের স্বজনরা জানিয়েছেন, পারিবারিক কলহ ও জমি জমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরেই এসব সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে।

দামুড়হুদার চলছে পুকুর খননের নামে মাটি খননের হিড়িক

দামুড়হুদা উপজেলার চিহ্নিত ভূমিদস্যু আখিরুল, সেন্টু, শাহিন ও ইলিয়াস এর নেতৃত্বে উপজেলার ভগিরাতপুর প্রাথমিক স্কুল পাড়ার দলকা বিলের পাশ ঘেঁষে ফসলি জমি বিনাশ করে পুকুর খননের নামে চলছে মাটি খননের হিড়িক।

উল্লেখিত স্থান সহ উপজেলার বিভিন্ন স্থানে প্রতিনিয়ত অবৈধভাবে কৃষি জমি বিনাশ করে কৃষি জমি ধ্বংস হওয়ার পরও মিলছে না সুরাহ?

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, মাটি কাটার দানব যন্ত্র এক্সক্যাভেটর বা ভেকু মিশিন ভিড়ানো ফসলি জমির মাঝে। প্রায় ১০ বিঘা জমির কিছু অংশ মাটি কাটার পর তুলে রাখা হয়েছে, এরই মধ্যে কিছু অংশ আবার গেছে ইট তৈরির জন্য ইট ভাটার পেটে।

ভেকু মেশিনটির মালিক ও ড্রাইভারের নিকট থেকে জমিটি থেকে কে বা কারা অবৈধভাবে মাটি খনন করে পুকুর নির্মাণ করছেন এমন প্রশ্নের উত্তরে উভয়ই বলেন আমরা সিংহাটি গ্রাম থেকে আসছি।

এ গ্রামের সেন্টু এ গাড়িটি ভাড়া করেছেন মাটি খনন করে পুকুর তৈরির জন্য। পুকুর খনন কাজে শুধু কি সেন্টু একাই চালাচ্ছেন না আরো কেউ আছে এমন প্রশ্নে তারা সহ স্থানীর কৃষকদের অনেকেই বলেন সেন্টুর আরো তিনটি পার্টনার আছে তাদের একজনের বাড়ি দামুড়হুদা উপজেলার সদর ইউনিয়ন চিৎলা গ্রামের আখিরুল ও এ গ্রামের ইলিয়াস ও শাহিন।

[redacted]

[redacted]

জীবননগরে মিথ্যা মামলা ও মিথ্যা সংবাদ প্রকাশের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

মিথ্যা মামলা ও মিথ্যা সংবাদ প্রকাশের প্রতিবাদে বাদির পক্ষের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার বিকাল ৫ ঘটিকার সময় হাসাদাহ প্রেসক্লাবেএক সংবাদ সম্মেলন করেছেন সাইফুল ইসলাম।

সংবাদ সম্মেলনে মামলার বাদি পক্ষের পক্ষ থেকে লিখিত ভাবে সাইফুল ইসলাম বলেন যে, জীবননগর উপজেলা কর্ন্দপপুর গ্রামের মিজানুর রহমান এবং আমার চাচা মৃত, আঃ খালকের ছেলে বাবু একই পাড়াতে বসবাস করেন।

সেই সুত্রে মিজানুর রহমান আমার চাচাতো ভাই বাবুর বাড়ির উপর দিয়ে যাতায়াত করতেন। সে সময় বাবুর বসবাসের অসুবিধার কারনে মিজানুর কে তার বাড়ির উপর দিয়ে যেতে নিষেধ করাই মিজানুর রহমান এবং তার স্ত্রী ফেরদৌসি খাতুন কু পরামর্শ করে আমার ভাই বাবুর বিরুদ্ধে জীবননগর থানায় একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করেন ।

যেটি তদন্ত সাপেক্ষে মিথ্যা প্রমানিত হওয়ায় তা বাতিল হয়। সে সময় তার দাবিতে রাজি না হওয়ায় পুনরায় ফেরদৌসি খাতুন তার স্বামী মিজানুর রহমান, ভাবি নুরজাহান বেগম, এবং একই মহল্লাই বসবাসকৃত মিজানুরের বিয়াই লুৎফর রহমানকে সাক্ষী করে চুয়াডাঙ্গা কোর্টে একটি মিথ্যা ধর্ষন মামলা রুজু করেন।

মহামান্য আদালত সুষ্ট তদন্তের জন্য সেটিকে জীবননগর উপজেলা সমাজ সেবা অধিদপ্তর বরাবর তদন্তের জন্য প্রেরন করেন। সমাজ সেবা অধিদপ্তর সেটি সুষ্ট তদন্ত পূর্বক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে, বাদি ফেরদৌসি খাতুনের আনিত অভিযোগ সম্পুর্ন রুপে সঠিন নয় , এই মর্মে মহামান্য আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করে।

এর পর গ্রাম্য সালিশের জন্য হাসাদাহ ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ড সদস্য সোহেল রানা শ্যামল তাদের উভয় পক্ষ কে ডেকে মিমাংসার কথা বললে বাদি ফেরদৌসি বিবাদি বাবুর নিকট নগদ তিন লক্ষ টাকা এ রাস্তা বাবদ তিন কাঠা জমির দাবি করেন।

সংবাদ সম্মেলনে বিবাদি পক্ষ আরো বলেন যে, ফেরদৌসি খাতুনের

প্রস্তাবে বিবাদি পক্ষ রাজি না হওয়ায় ফেরদৌসি খাতুন ঐ তদন্ত প্রতিবেদনের উপর না রাজি পিটশন দাখিল করে চিফ জুডিশিয়াল বরাবর তদন্ত প্রতিবেদন চান ।

সে সময় বাদি প্রতারক ফেরদৌসি খাতুন সাক্ষী নুরজাহান কে সাক্ষী দেওয়ার কথা বললে নুরজাহান ফেরদৌসির কথাই রাজি না হলে ফেরদৌসি খাতুন প্রতারনা করে নুরজাহানের পরিবর্তে জীবননগন বি.ডি.আর ক্যাম্পের নিকট বসবাসরত আনরুলের স্ত্রী ছামিনা খাতুন কে নুরজাহান সাজিয়ে বিজ্ঞ আদালতে সাক্ষী দেন।

যার সাক্ষীতে বিজ্ঞ আদালত আমার চাচাতো ভাইয়ের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরায়ানা জারি করেন। সে সময় বাবু নিজে সেচ্ছায় আদালতের উপর সম্মান দেখিয়ে বিজ্ঞ আদালতে আত্নসর্মপন করেন।

বর্তমানে তিনি চুয়াডাঙ্গা জেল হাজতে বন্দি আছেন। তারপরও প্রতারক ফেরদৌসি খাতুন থেমে নেই পুনরায় আমাদের নামে বিভিন্ন পত্র / পত্রিকায় তার প্রান নাশের হুমকি ধামকি দেওয়া হচ্ছে বলে মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করেন।

আমরা এই সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যেমে এই মিথ্যা মামলা ও মিথ্যা সংবাদের তীব্রনিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি । যা আদেও সত্য না, যেটি সম্পুর্ন মিথ্যা এবং ভিক্তিহীন এবং বানোয়াট ।

এ সময় সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ঐ ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য সোহেল রানা শ্যামল,বাবুর চাচাতো ভাই সাইফুল, স্ত্রী আরিফা, কন্যা নাছরিন আক্তার, ভাইয়ের স্ত্রী সাবরিনা খাতুন, ভাই রবিউল ইসলাম, ও অমেদুল ইসলাম।

৮১ লক্ষ টাকার কাজে নেই রডের ব্যবহার

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীরের কাজে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। ৮১ লক্ষ টাকা ব্যায়ে এই

কাজে নেই রডের ব্যবহার।

এ ঘটনায় এলাকাবাসী বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীরের ওই কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন। উপজেলার বলুহর ইউনিয়নের ‘জগন্নাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বুধবার এ চিত্র ধরা পড়েছে।

এলাকবাসী সুত্রে জানা যায়, ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীরের কাজ শুরু হয়। যে কাজটি করছেন যৌথ ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান আরএস ই ও এমএফ ই। এ কাজে ব্যয় হচ্ছে ৮০ লাখ ৯৫ হাজার টাকা।

কাজ শুরুর পর থেকেই ওই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ তোলেন এলাকাবাসি। বেশ কয়েকবার তারা কাজ বন্ধ করে দেন। আবারও সব ম্যানেজ করে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন ওই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান।

গত বুধবার রড ছাড়া সীমানা প্রাচীরের ঢালাই দিতে গিয়ে বাধে বিপত্তি। বড় এই অনিয়ম ধরা পড়ে এলাকাবাসির কাছে। বন্ধ করে দেন কাজ। একই অভিযোগে বন্ধ রয়েছে উপজেলার পাশপাতিলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যায়ের কাজ।

ওই বিদ্যালয়ের সভাপতি রাগীব উদ্দিন বলেন, কাজের অনিয়ম দেখে এলাকাবাসীর সহযোগিতায় কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অনিয়মের বিষয়ে ঠিকাদার আলমগীর হোসেন (আলম) জানান, রড ছাড়া কোন ঢালাই হয়নি।

ওই কাজের মধ্যে কোন রড ধরা ছিলনা। ওই ওয়ালের কফিনে চিকন তাঁর দেয়ার কথা। কয়েকটি কফিনে তা না দিয়ে মিস্ত্রিরা ঢালাই দিয়ে ফেলেছিল। পরে তা ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। পাশপাতিলা সরকারি বিদ্যালয়ের কাজ বন্ধ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, লেবার না পাওয়ায় কাজ বন্ধ রয়েছে।

জগনাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জিন্নাত আরা জানান, ২০ লাখ টাকা ব্যয়ে গেট সহ সীমানা প্রাচীরের কাজ হচ্ছে। প্রথমেই ঠিকাদার ২নং ইট ব্যবহারের জন্য নিয়ে আসে। পরে অভিযোগ দিলে সেই ইট পরিবর্তন করে নিয়ে আসেন। এরপরও কাজ তেমন ভাল হচ্ছিল না।

পূণঃরায় অভিযোগ করলে কিছুদিন কাজ বন্ধ ছিল।তিনি বলেন, মুলত কাজ দেখার কথা প্রকৌশলী অফিসের। তারা বুঝে নেবেন। এরমধ্যে বুধবার এলাকাবাসির চোখে ধরা পড়ে রড ছাড়া ঢালাই দেয়ার কাজটি।

এ বিষয়ে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে লিখিত অভিযোগ দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে উপজেলা প্রকৌশলী রুহুল ইসলাম জানান, কিছু ঠিকাদারের খাচলত খারাপ। তারা সুযোগ পেলে খারাপ করার চেষ্ঠা করে থাকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম। দেখে শুনে কাজ বন্ধ করে দিয়েছি। ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে খারাপ কাজের অংশটুকু।

ঠিকাদারের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান, অর্থ দন্ডই বড় শাস্তি। ওই প্রতিষ্ঠানের দিয়ে নতুন করে আবারও কাজ করানো হবে।

মেহেরপুরে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালিত

সুরক্ষিত বিশ্ব, নিশ্চিত স্বাস্থ্য এই শ্লোগানে মেহেরপুরে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুর সিভিল সার্জন অফিসের আয়োজনে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে র্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সিভিল সার্জন ডাঃ মোঃ জওয়াহেরুল আনাম সিদ্দিকীর নেতৃত্বে মেহেরপুর পৌর গেট থেকে একটি র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে মেহেরপুর সিভিল সার্জন অফিসে গিয়ে শেষ হয়।

র্যালীতে অন্যদের মধ্যে মেহেরপুর-২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের সুপার ডাঃ জমির, মোঃ হাসিবুস সাত্তার, মেহেরপুর সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ অলোক কুমার দাস, জেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা প্রসেনজিৎ প্রণয় মিশ্র,মেহেরপুর সদর উপজেলা স্যানিটারী ইন্সপেক্টর তারিকুল ইসলাম, জুনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা শফিকুল আলম, ইপিআই সুপার আব্দুস সালাম, ব্রাকের জেলা প্রতিনিধি ফজলুল হক প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

র্যালী পরবর্তীতে সিভিল সার্জন ডাঃ মোঃ জওয়াহেরুল আনাম

সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে “সুরক্ষিত বিশ্ব, নিশ্চিত স্বাস্থ্য” শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রাতের আধারে উড়ছে জাতীয় পতাকা; অবমাননার শামিল

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ভরনে রাতেও উড়ছে জাতীয় পতাকা। যা অবমাননার শামিল।

সরকারি নিয়ম অনুসারে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জাতীয় পতাকা উত্তোলনের নিয়ম থাকলেও নিয়ম ভঙ্গ করতে দেখা গেছে দামুড়হুদা উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কর্তৃপক্ষকে। রাতে হাসপাতালে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের ঘটনায় বিরূপ মন্তব্য সৃষ্টি হয়েছে।

বুধবার রাত ১১ টায় সরেজমিনে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চত্বরে গিয়ে দেখা এমন চিত্র মেলে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক উপজেলার স্থানীয় এক বাসিন্দা হাসপাতালে সেবা নিতে গিয়ে দেখেন এমন চিত্র।

যিনি জাতীয় পতাকার অবমাননা করার চিত্র দেখে মানসিক ভাবে কষ্ট পান। তিনি একজন সচেতন ব্যক্তি, দেশপ্রেমিক। যিনি ঘটনাস্থল থেকে বিষয়টি গণমাধ্যম কর্মীদের কে খবর দিয়ে মহতি কাজটি করেছেন।

তিনি বলেন, ৩০ লক্ষ শহীদ ও ৩ লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি লাল-সবুজের পতাকা। এ পতাকার অবমাননা মেনে নেওয়া যায় না। রাতের বেলা জাতীয় পতাকা উড়ছে এটা কর্তৃপক্ষের চরম অবহেলা।

হাসপাতালে রোগীর সাথে সেবা নিতে আসা অপর এক ব্যাক্তি নাম প্রকাশ না করে এ প্রতিবেদকে বলেন,সরকারি নিয়ম অনুযায়ী সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জাতীয় পতাকা উড়ানোর নিয়ম রয়েছে জানি। রাতে হাসপাতালে জাতীয় পতাক উড়ানো অবমাননার শামিল। জাতীয় পতাকা

উত্তোলনের আইন ভঙ্গ করা রাষ্ট্রবিরোধী কাজ। জাতীয় পতাকার সম্মান অক্ষুন্ন রাখা আমাদের নৈতিক দ্বায়িত্ব।

এ বিষয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী’র সাথে মুঠোফোনে কথা বললে তিনি বলেন, রাতের আধারে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা অবমাননা ও অবহেলার শামিল। যা কোন ভাবেই কাম্য নাই।

এটি সম্পুর্ন মুক্তিযোদ্ধা চেতনা বিরোধী। জাতীয় পতাকা অবমাননার করার অর্থ হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধকে অস্বীকার করা। জাতীয় পতাকার সম্মান নষ্ট করা হলে, আমাদের নতুন প্রজন্ম কী শিখবে? বিষয়টি গুরুত্বের সাথে সংশ্লিষ্টরা তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহন করবেন বলে আশা করছি। সেই সাথে এমন ঘটনা যাতে আর না হয় সে বিষয়টি লক্ষ্য রাখবেন।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাছলিমা আক্তার এর সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন ,বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ন।বিষয়টি কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে খতিয়ে দেখা হবে।

গাংনীর বিডিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বেঞ্চ চুরির ঘটনায় আরো দুজন গ্রেফতার

গাংনী উপজেলার (ভরাট-তেরাইল-দুর্লভপুর) বিটিডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের চুরি হওয়া বেঞ্চের কাঠ ও হাতুড়ি উদ্ধারের ঘটনায় সদিঘ্ন আরো দুই জন্যকে গ্রেফতার করেছেন গাংনী থানা পুলিশ।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন উপজেলার উত্তরভরাট গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে জাহাঙ্গীর হোসেন (৩৪) ও আলাউদ্দীন (৩৩)।
মামলার তদন্তকারী অফিসার গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) টিপু সুলতান সঙ্গীয় ফোর্সসহ গতকাল বুধবার বিকালের দিকে উত্তরভরাট গ্রামে অভিযান চালিয়ে এ দুজনকে গ্রেফতার করেন।

এর আগে গত বৃহস্পতিবার রাত ৮টার দিকে মামলার প্রধান আসামী উত্তর

ভরাট গ্রামের পূর্বপাড়া এলাকার ইমরান হোসেনের ছেলে আজমাইল হোসেনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করেন। এসময় তার বাড়ি থেকে বিডিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে চুরি যাওয়া প্রচুর পরিমাণ বেঞ্চের কাঠ উদ্ধার করা হয়।

পরে আটক আজমাইন হোসেনকে গাংনী প্রথম শ্রেনীর আমলী আদালতের বিজ্ঞ জুডিশীয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট তরিকুল ইসলামের আদালতে নিলে সে ১৬৪ ধারায় জবান বন্ধীতে এদুজনের নাম প্রকাশ করে।

বামন্দী পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই শরীফ হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে এএসআই শরিফুল ইসলাম ও এএসআই বিপ্লব হোসেন সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে এ অভিযান চালান।

এর আগে গত মঙ্গলবার রাতে বিটিডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষের ছাউনীর টিন কেটে ভিতরে প্রবেশ করে ১৬টি বেঞ্চের উপরের কাঠ (তক্তা) চুরি করে চোরের দল।

গাংনী থানার ভারপ্রাপত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, আটকদের আজ বৃহস্পতিবার সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে।